বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

লেনদেনের ভারসাম্যে সাম্প্রতিক প্রবণতা

ডিসেম্বর, ২০১৬

চলতি হিসাবে সাম্প্রতিক প্রবণতা

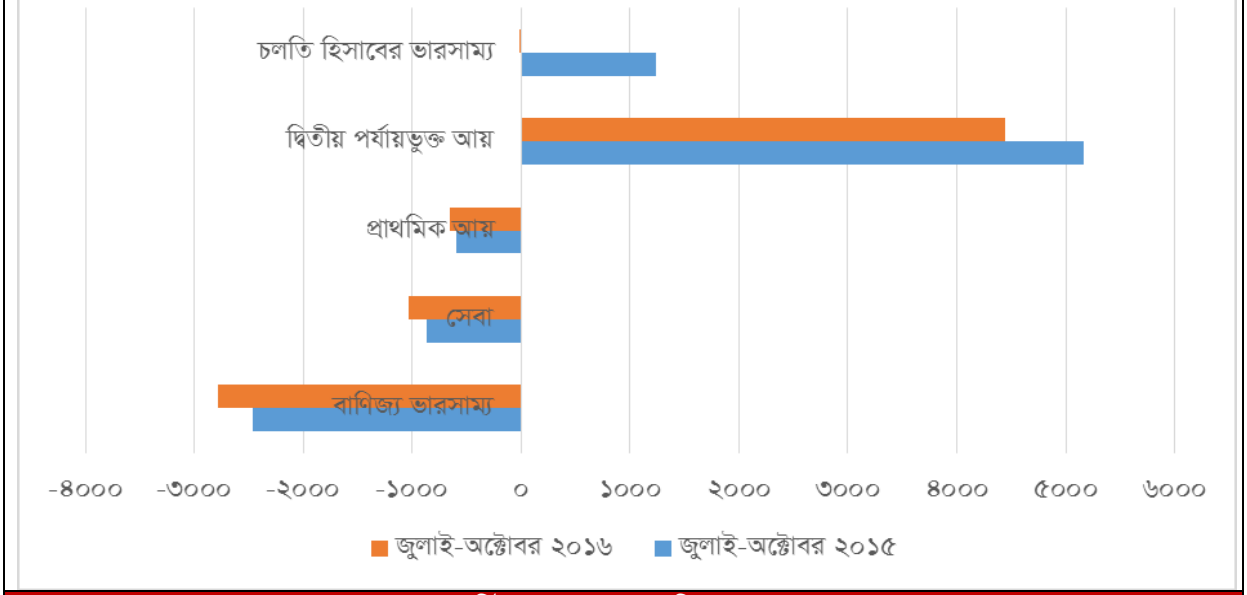

রেমিট্যান্স প্রবাহে সাম্প্রতিক প্রবণতা

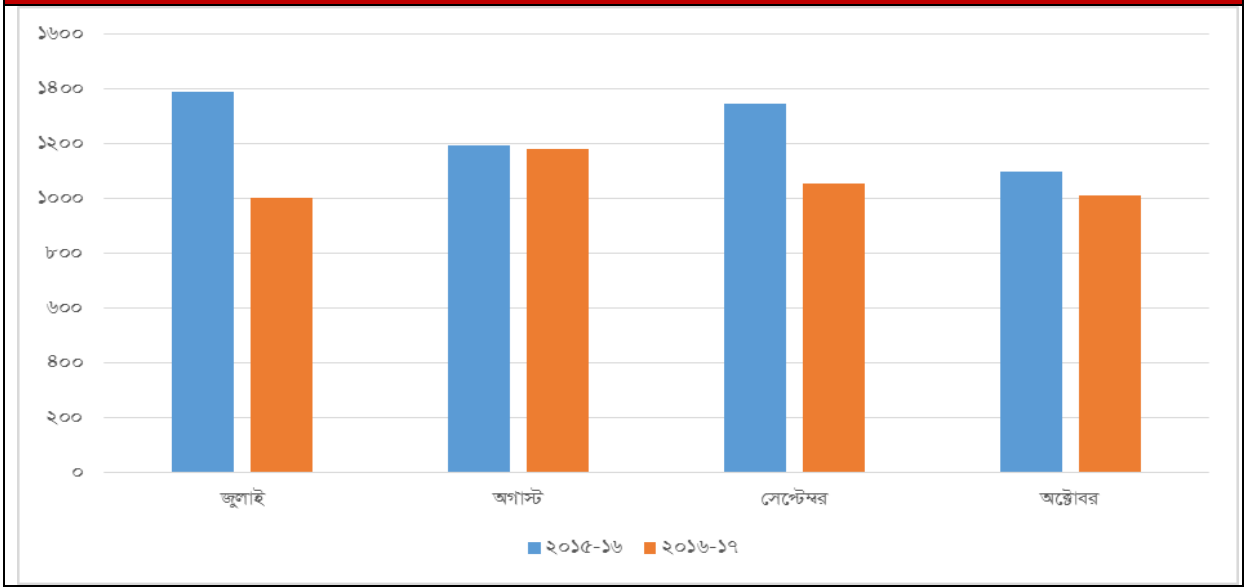

উৎসঃ উন্নয়ন অন্বেষণ,'*লেনদেনের ভারসাম্যে সাম্প্রতিক প্রবণতা*', ডিসেম্বর, ২০১৬।

স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'উন্নয়ন অন্বেষণ'এর মাসিক প্রকাশনা 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা' ২০১৬ এর ডিসেম্বর সংখ্যায় সাম্প্রতিক সময়ে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি, রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাস, এবং চলতি হিসাবে ভারসাম্যহীনতা মোট লেনদেনের ভারসাম্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কতৃক প্রকাশিত সর্বশেষ উপাত্ত বিশেণ্ডষণ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর সময়ের ২৪৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বাণিজ্য ঘাটতি ১২.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান অর্থবছর অর্থাৎ ২০১৬-১৭ এর জুলাই-অক্টোবর সময়ে ২৭৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উপনীত হয়। একই সময়ে রপ্তানি আয় ৬.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যেখানে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পায় ৭.৯৩ শতাংশ।

চলতি হিসাবের বাকি তিনটি সুচক যেমন সেবা, প্রাথমিক আয় ও দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত আয়ের চিত্র পর্যালোচনা করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে উক্ত তিনটি হিসাবে গত অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর সময়ের তুলনায় বর্তমান অর্থবছরের একই সময় হ্রাসমান প্রবণতা লক্ষণীয়। সেবা হিসাবে ব্যয়ের পরিমান জুলাই-অক্টোবর ২০১৫ এর ৮৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ এর একই সময়ে ১০৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়।

প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত আয়ের ভারসাম্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর সময়ের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর সময়ে অবনমিত হয়েছে। প্রাথমিক আয়ের হিসাবে দেখা যায় যে আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি যা গত অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর সময়ের ৫৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের একই সময় ৬৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়। অন্যদিকে দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত আয় ৫১৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৪৪৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে হ্রাস পায়।

চলতি হিসাবের সবগুলো সুচকের অবনতির ফলে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে সাম্প্রতিক সময়ে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। যেখানে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর সময়ে চলতি হিসাবে ভারসাম্যে ১২৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল, সেখানে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের একই সময়ে উক্ত হিসাবের ভারসাম্যে ১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে।

গত অর্থবছরের প্রথম চার মাসের তুলনায় বর্তমান অর্থবছরের প্রথম চার মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ ১৫.৪৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর সময়ে মোট রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমান ৫০৩২.০৯ শতাংশ ছিল যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরের একই সময়ে ৪২৫৫.৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে হ্রাস পায়।

গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবারগুলোর ভোগব্যয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা খরচের একটি বড় অংশের অর্থায়ন হয় পরবারগুলোর সদস্যদের পাঠানো রেমিট্যান্স থেকে। ফলে সাম্প্রতিক সময়ের রেমিট্যান্স প্রবাহে যে হ্রাসমান প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে তা বিদ্যমান থাকলে গ্রামীণ পরিবারগুলোর আর্থসামাজিক অবস্থার অবনতি হতে পারে বলে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' আশংকা প্রকাশ করে।

আর্থিক হিসাবে কিছুটা অগ্রগতির ফলে মোট লেনদেনের ভারসাম্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর সময়ের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কিঞ্চিত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। মোট লেনদেনের ভারসাম্যে বর্তমান অর্থবছরের প্রথম চার মাসে ২০৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ১৯৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল।

কাঠামোগত ত্রুটিসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রচলিত বাণিজ্যনীতির আশু পুনঃ নিরীক্ষণের তাগিদ দিয়ে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেশে বিনিয়োগ ও রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন কৌশল গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে যা উৎপাদনযোগ্য সম্পদ ও উদ্যোক্তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের উৎপাদন সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করবে।